শৈলকুপায় ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে মাদ্রাসা ছাত্র নিহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার পাঁচপাখিয়া গ্রামে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে তাওহীদ (১০) নামের এক মাদ্রাসাছাত্র নিহত হয়েছে।

রোববার (১১ অক্টোবর) সকালে উপজেলার পাঁচপাখিয়া গ্রামের ভাই ভাই মোল্লা ব্রিকস নামের ইটভাটায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত তাওহীদ ওই গ্রামের জসিম শেখের ছেলে। সে স্থানীয় একটি মাদ্রাসারা ৩য় শ্রেণীর ছাত্র।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে তাওহীদ ইটভাটায় খেলা করছিলো। সেসময় ভাটার মাটি টানা ট্রাক্টরে পেছানোর সময় পিছনের চাকায় ওই শিশুটিকে চাঁপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় তাওহীদ। খবর পেয়ে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে।

শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, দুর্ঘটনায় শিশুটি মারা গেছে। পরিবার থেকে অভিযোগ দিলে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। অভিযোগ না দিলে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

ঝিনাইদহে সাপের কামড়ে মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঘোড়শাল গ্রামের সাপের কামড়ে আরাফাত হোসেন
(১৪) নামের এক মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাতে সদর ঘোড়শাল গ্রামের তালতলা পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত আরাফাত হোসেন ওই গ্রামের হান্নান মুসল্লীর ছেলে।

স্বজনরা জানায়, রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলো আরাফাত হোসেন। রাত ১১ টার দিকে ঘুমের মধ্যে বিষধর সাপ তাকে ছোবল দেয়। টের পেয়ে

স্বজনরা তাকে স্থানীয় ওঝার কাছে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বাড়ি ফিরলে রাত ৩ টার দিকে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। পরে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরাফাতের মৃত্যু হয়। কিশোর আরাফাত ঘোড়শাল মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলো।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডা: রাজিয়া সুলতানা বলেন, আরাফাতকে আমরা মৃত অবস্থায় পেয়েছি। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদ্রাসাছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১

আলমডাঙ্গায় হত্যার ভয় দেখিয়ে ১১ বছর বয়সী এক মাদ্রাসাছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আব্দুস সালাম (৩৫) নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ। আজ শনিবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের ওই মাদ্রাসা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটকৃত আব্দুস সালাম উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের আজিজুর উলুম কওমি মাদ্রাসা ও এতিমখানা লিল্লাহ বোডিংয়ের শিক্ষক। সে উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের অনুপনগর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে।
বিষয়টি জানাজানি হলে ওই মাদ্রাসা থেকে পালানোর চেষ্টা কালে অভিযুক্ত শিক্ষক আব্দুস সালামকে ধাওয়া করে গণধোলাই দিয়েছে স্থানীয়রা।

শিশুর পরিবারের সদস্যরা জানান, বলাৎকারের শিকার শিশুটিকে দুই বছর আগে উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ এলাকার আজিজুর উলুম কওমি মাদ্রাসা ও এতিমখানা লিল্লাহ বোডিংয়ে হেফজ শেখার জন্য ভর্তি করা হয়। গত ৭ মাস আগে ওই মাদ্রাসায় আব্দুস সালাম শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বিভিন্ন সময় ওই শিশুকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। এরমধ্যে ঈদুল আজহার ছুটি চলে আসে। এসুযোগে (১২ জুন) বুধবার রাতে ওই শিশুকে হত্যার হুমকি দিয়ে মাদ্রাসার এক কোনে

তাকে জোরপূর্বক বলাৎকার করে। বিষয়টি কাউকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখালে শিশুটি নীরব থাকে।

আজ শনিবার বিকেলে নিজ বাড়ি থেকে ওই শিশুকে মাদ্রাসায় পাঠানোর চেষ্টা করে পরিবারের সদস্যরা। সে মাদ্রাসা যেতে রাজি হয় না। পরিবারের সদস্যরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে শিশুটি ঘটনাটি তার মাকে খুলে বলে।

শিশুটির পিতা বলেন, ‘ছেলে ঈদুল আজহার ছুটি মাদ্রাসা থেকে ঘরে এসে জানায়, সে শারীরিকভাবে অসুস্থ এবং তার সারা শরীর ব্যাথা। ব্যাথার কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রথমে সে চুপ থাকে, পরে মাদ্রাসা যেতে চায় না। তাকে চাপ দিলে বাধ্য হয়ে ঘটনার বিস্তারিত খুলে বলে। শনিবার রাতেই বিষয়টি নিয়ে ওই শিক্ষকের নিকট জানতে গেলে, সে দৌড়ে মাঠে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। পরে তাকে ধাওয়া করে ধরা হয়। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা ও মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশ উপস্থিত হলে তাদের নিকট সোর্পদ করা হয়। এ ঘটনায় শিশুর পিতা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় ধর্ষণ মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) শেখ গণি মিয়ার মোবাইলে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেনি। তবে মুন্সিগঞ্জ ক্যাম্পের টু আইসি এএসআই ইকবাল হোসেন জানান, বলাৎকারের ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় ধর্ষণ মামলার দায়ের করা হবে।